:: Diodorus and his History::

খ্রী: পূ: প্রথম শতাব্দীর এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রিক ইতিহাসবিদ ছিলেন ডিওডোরাস সিকুলাস । স্টোয়িক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত এই গ্রিক ইতিহাসবিদ বিবলিওথিকা হিস্টোরিকা রচনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন।

ডিওডোরাস আনুমানিক 90 - 21 খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। ডিওডোরাস রচনা থেকে অনুমান করা হয় তিনি সিসিলির অ্যাজিরিয়ামে জন্মগ্রহণ করেন । জেরোম ক্রোনিকম লিখেছেন যে - ' Diodorus of Sicily , a writer of Greek history became illustrious '. কেউ কেউ মনে করেন যে এই ডিওডোরাস হলেন সিসিলির এপোলোনিয়াসের পুত্র। ডিওডোরাস এর গ্রন্থটির রচনা কাল সম্ভবত 60 - 30 খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময় কাল ।

ডিওডোরাস সম্ভবত সম্পদশালী অভিজাত ছিলেন। তার সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিলনা । সেকালে পৃষ্ঠপোষক ছাড়া 30 বছর দীর্ঘ সময় পাঠ ও রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা সম্ভব ছিল না। তার গ্রন্থটিতে তিনি কোনো রাষ্ট্রীয় পদে কর্মরত ছিলেন - এমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি ছিলেন এমন একজন ইতিহাসবিদ যিনি পঠন-পাঠনেই জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেন। পূর্ববর্তী পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের বিবরণ তিনি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। সমকালীন সময়ের ইতিহাস রচয়িতা লিভের সঙ্গে তার এখানে ফারাক রয়েছে। প্রসঙ্গত ডিওডোরাস যখন বিবলিওথিকা হিস্টরিকা প্রকাশ করেন সেই সময় লিভির রচনাও প্রকাশিত হয়।

ডিওডোরাস তার বিবলিওথিকা হিস্টরিকা গ্রন্থটিতে একটি ' immense work ' বলে অভিহিত করেছেন। এটি চল্লিশটি গ্রন্থের সমাহার। এর মধ্যে 1 থেকে 5 এবং এগারো থেকে কুড়ি নম্বর বইগুলি শুধুমাত্র অক্ষত রূপে টিকে আছে।

ডিওডোরাস এর প্রকল্প টি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম 6 টি গ্রন্থি ট্রয় নগরী ধ্বংস পর্যন্ত গ্রিসের হেলেনিক এবং অহেলেনিক উপজাতি গুলির পৌরাণিক

ইতিহাস রয়েছে। এই অংশে প্রাচীন মিশর ,মেসোপটেমিয়া , ভারত, স্কাইথিয়া , আরব ভূখন্ড , উত্তর আফ্রিকা , গ্রীস এবং ইউরোপীয় ভূখণ্ডের ভৌগোলিক , ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় অংশে ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে মহানায়ক আলেকজান্ডারের মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসের ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে। শেষ অংশটি আলেকজান্ডারের উত্তরসূরিদের সময় থেকে 60 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ঘটনা সম্পর্কে আলোকপাত করে। যেহেতু তিনি একাধিক পূর্ববর্তী লেখক ইতিহাসবিদদের রচনাবলীর সংকলনের ভিত্তিতে তার প্রকল্প নির্মাণ করেন , এই কারণে তিনি এটিকে বিবলিওথিকা বলে নামকরণ করেছিলেন।

ডিওডোরাসের রচনার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল , রোমান শাসনের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি থেকে একটি ভ্রম সাগরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্থানের বিষয়টিকে তুলে ধরা। প্লিনি , এইলিয়ান , এথেনিয়াস এবং ইউসেবিয়াসের মতো শিক্ষিত পাঠকরা ছিলেন তার লক্ষ্য । প্লিনি ডিওডোরাসের রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে – " Unlike other anthnologies , the work of Diodorus has an honest title ".

ডিওডোরাস তাঁর রচনার শুরুতেই কেন তিনি দীর্ঘ 30 বছর শুধুমাত্র ইতিহাস সংকলনে ব্যয় করেন, স্বয়ং কোন মৌলিক ইতিহাস রচনা করেননি তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে ইতিহাস হলো একটি প্রয়োজনীয় বিদ্যা।এটি মানবজীবনে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে এবং অতি অভিজ্ঞতাকে সচল ও সজীব রাখে। পাঠক ইতিহাসের পাঠ দ্বারা জানতে পারেন ঈশ্বরের পবিত্র ক্ষমতা ও বিচারধারা কে। এই কারণে একজন ইতিহাসবিদ সমাজের পক্ষে উপযোগী। ডিওডোরাস উল্লেখ করেছেন যে ঐতিহাসিক একটি আলোকিত ঘটনা বর্ণনা করেন এবং মানুষকে সেই পথে চলার দিক নির্দেশ করে যান। অন্যান্য গ্রিক ও রোমান লেখকদের মত ডিওডোরাস অতীতের ইতিহাস সম্পর্কে তার সম্প্রদায়কে সচেতন করতে চেয়ে ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পদের মাধ্যমে জনগণের কাজে অংশগ্রহণ করেননি। দেশ ও জনগণের জন্য কোন বৃহৎ স্থাপত্য রেখে যাননি, রেখে

গিয়েছিলেন একটি সুমহান কীর্তি - এমন এক ব্যাপক ও বিস্তৃত ইতিহাস গ্রন্থ , যা মানুষকে সত্য এবং উপযোগিতার পথে চালিত করে।

বিশ্বজনীন ইতিহাস বলতে বোঝানো হয় সামগ্রিকভাবে মানবজাতির ইতিহাস। পলিবিয়াস প্রথম গ্রিক ঐতিহাসিক যিনি বিশ্বজনীন ইতিহাসের একটি অস্পষ্ট কাঠামো প্রদান করতে সক্ষম হন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী 70 থেকে 60 এর দশকে গ্রিক ও রোমান জগতে বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে একজন ইতিহাসবিদের কাছে সাম্প্রতিককালের মত ধারণা আশা করা একেবারে নেহাতই অস্বাভাবিক ছিল না। যৌবনের ডিওডোরাস রোমানদের দ্বারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেবিস্তারের ঘটনাকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পম্পেই এইসময় পশ্চিম হিস্পানিয়ার এক বিশাল অংশ এবং প্রায় সমগ্র পূর্ব মধ্যসাগর অঞ্চল জয় করেন এবং সেলুসিড সাম্রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ডিওডোরাস দুবার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে তিনি সিজারের ব্রিটেন দখল পর্যন্ত বিশ্বজনীন ইতিহাস সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যাবেন। সম্ভবত এই ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত ঘটেছিল 59 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। সিজারের কনসাল পদে কার্য সম্পাদন পাম্পেইয়ের প্রাচ্যদেশীয় কার্যকলাপের সংশোধন , প্রথম ট্রিয়ামভিরেট এর অবসান সিজার কতৃক গলির যুদ্ধের প্রারম্ভ এবং ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বর্ণনা ডিওডোরাস এর গ্রন্থে পাওয়া যায়। ডিওডোরাস এর মনে হয়েছিল যে এইসব কর্মকাণ্ডের ফলে বিশ্বে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে।

রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান কে ডিওডোরাস অনিবার্য প্রক্রিয়া বলে বিবেচনা করেছেন।কিন্তু রোমান জগতের নতুন প্রভুদের তিনি পছন্দ করেননি। রোমান শাসকদের নিষ্ঠুরতা ও পবিত্রতা ও অর্থনৈতিক আচরণে তার সমর্থন লাভ করেনি।ডিওডোরাস এর বিশ্ব ইতিহাসে প্রাচীন মিশর , আসিরিয়া ভারত স্কাইথিয়া এবং আরব অঞ্চলের উল্লেখ আছে। ইথিওপিয়া , লিবিয়া গ্রীক দেবতাদের বর্ণনা ট্রোজান যুদ্ধ , গ্রিসের আর্কাইভ যুগ , কয়টি পেন্টাকনটেটিয়া আরকিডেমিয়ান যুদ্ধ , সিসিলি অভিযান , আইওনিয়ান যুদ্ধ , করিন্থিয়ান যুদ্ধ , থিবসের উত্থান ইত্যাদি ঘটনা তিনি একে একে লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর মেসিডোনিয়ায় সম্রাট

ফিলিপের উত্থান আলেকজান্ডারের অভিযানের বিবরণ তার লেখনীতে ফুটে ওঠে। মেসি দুনিয়াতে গলদের আক্রমণ এবং মেশিন হাতে রোমানদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। কার্থেজিয়ানদের আইবেরিয়ার দিকে অগ্রগতি , পিউনিক যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব , দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেসিডোনিয়ান যুদ্ধ , কার্থেজ এবং Corinth এর ধ্বংসসাধন ইত্যাদি ঘটনা তিনি ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন ডিওডোরাস যা করেছেন , যা তিনি করতে চেয়েছেন সেটি ছিল একটি বিশ্বজনীন ইতিহাস এর রচনা। ইফোরাস এক্ষেত্রে গ্রিসে প্রথম একটি রূপরেখা প্রদান করেন। পলিবিয়াস এই ধারণাকে একটি সুসংহত রূপ দেন। ডিওডোরাস এর গ্রন্থের নামকরণ থেকে অনুমান করা হয় ইনি অতীতের ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কন করতে চেয়ে ছিলেন মাত্র । এক্ষেত্রে তিনি যে, সফল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ডিওডোরাস গল্প কথন এর ছলে ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদদের মত তিনি তাঁর রচনায় বক্তৃতার উল্লেখ করেননি। তার রচনাশৈলী স্পষ্ট ও সহজতর ঘটনাক্রম কে নথিবদ্ধ রাখে। প্রসঙ্গত, স্বৈরাচারী শাসক এগাথোক্লেসের সম্পর্কে তার বিবরণ উল্লেখের দাবি রাখে। পি.গ্রীন তার 'Greek history' 480 - 431 B.C গ্রন্থি ডিওডোরাস রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে " conferring benefits on many , making encouraging promises to not a few and by conversing in a friendly fashion with everyone , he gained great favor". ,,.

গ্রিসে উদ্ভূত স্টোয়িক দর্শন ডিওডোরাস এর ইতিহাসে চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ডিওডোরাস এর বিবলিওথিকা হিস্টরিকার উপর স্টোয়িক দর্শন এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্টোয়িক দর্শনে বলা হয়েছিল ' Virtue is the only good' . স্টোয়িক দর্শনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সামগ্রিকতা বা বিশ্ব নাগরিক তত্ব। এতে বলা হয় যে, সব মানুষই এক অভিন্ন আত্মার অংশ। তাই মানুষকে সৌভ্রাতৃত্ব এবং সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। এপিক্টেটাসের কথায় , ' each human beings is primary early e citizen of his own commonwealth'. ডিওডোরাস এর কন্ঠে এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায় – I am not an Athenian or a Corianthian, but a citizen of the world'. ডিওডোরাস যে ইতিহাস রচনায় প্রবুদ্ধ হন তার মূলে ছিল , স্টোয়িক দর্শন প্রসূত 'Universal History'–র ধারণা ।

প্রশ্ন :-

১. স্টোয়িক ডকট্রিন বলতে তুমি কি বোঝো ?

২. স্টোয়িক কারা ছিলেন ?

৩. 'Universal History' বলতে ডিওডোরাস কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

৪. ডিওডোরাস রচনায় স্টোয়িক দর্শন কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল ?